আইন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সাথে মতবিনিময় সভা

সোহলী আক্তার : গত ১৩ই আগষ্ট ২০০৫, সিডনীর হোটেল হলিডে ইন এ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থাপনায় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের সাথে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অষ্ট্রেলিয়ার কর্মকর্তাবৃন্দের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ফারুক আহমেদ খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনাব ফারুক খান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এর পর পরিচিতিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সকলে সংক্ষেপে স্বপরিচয় দেন। উক্ত সভায় সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব লিয়াকত আলী স্বপন, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব এনামূল হক ভূইয়া, প্রতিষ্ঠা সদস্য জনাব মো: নাসিম হোসাইন, সংগঠনের কোষাধক্ষ্য জনাব নাসিরুল্লাহ সহ অন্যান্য কম্যকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাম থেকে: ড: মোখলেসুর রহমান, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, ফারুক আহমেদ খান এবং এনামুল হক ভূইয়া

মাননীয় মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, বেগম জিয়ার সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন আইনকে যুগোপযোগী করে সংশোধন করার কথাও জানান। মাননীয় মন্ত্রী দেশের উন্নয়নের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন খাদ্যে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ন - খাদ্য উৎপাদন বর্তমানে ২৯ মিলিয়ন টন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মানুষের

গড় আয়ু ছিল ৪৩ বৎসর, এখন তা দাড়িয়েছে ৬৩ বৎসরে। দরিদ্রসীমার নিচে মানুষ ছিল ১৯৭২এ ৭৮%, এখন তা কমে দাড়িয়েছে ৪৮%। দেশের ৯০ ভাগ শিশু এখন টিকা দানের আওতায় রয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের মহিলাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রবাস জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও উইকেন্ডের সকালে এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এই সভা আয়োজনের জন্য বিএনপি অষ্ট্রেলিয়া এবং বিশেষ করে জনাব ফারুক আহমেদ খানকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি কমিউনিটিতে বিভক্তির জন্য দু:খ্য প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে আগের দিন কয়েকজন কমিয়নিটি সদস্য তার সাথে দেখা করে আজকের মিটিংএ আসতে নিষেধ করেন। জনাব মওদুদ জানান, তিনি তাদেরকেও আজকের মিটিংএ আসতে বলেছেন। তিনি তাদের আরও জানিয়েছেন যে এ সভাটি ঢাকা থেকে ঠিক করা হয়েছে। সুতরাং মিটিংএ না আসার কোন প্রশ্নই আসে না। জনাব ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ সকল ভেদাভেদ ভূলে গিয়ে মিলিমিশে দেশের বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সন্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের উত্তরে বিএনপি অষ্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ফারুক খান বলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালে সকলেই তাকে মেনে নেবে। নতুন কমিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদস্যদের কমিউনিটির কাছে গ্রহনযোগ্য এবং নেতৃত্বদানে দক্ষ হতে হবে। বিএনপি অষ্ট্রেলিয়া প্রতিষ্ঠায় এবং এর উন্নয়নে যাদের অবদান আছে এমন কেউ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসলে কারো কোন আপত্তি থাকবে না। তিনি আরও জানান যে তিনি কমিটির দায়িত্ব নিতে চান নি। সংগঠনের দু:সময়ে সদস্য এবং সংগঠনের উপদেষ্টা বৃন্দের অনুরোধে তিনি দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন।

জনাব মওদুদের বক্তব্যের পরে প্রশ্ন আহবান করেন। মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দেন। খোলামেলা এই আলোচনায় বিরোধী দলের হরতাল, আইনজিবীদের সরকার বিরোধী আন্দোলন, হাইকোর্টের স্বাধীনতা, প্রবাসীদের ইনভেষ্টম্যান্ট সংক্রান্ত মামলাগুলো র‍্যাবের আওতায় আনা যায় কিনা, ভারতের আন্ত নদী সংযোগ প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প, র‍্যাব গঠন ও বাংলাদের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, বিদেশে বাংলাদেশী কিছু লোকের দেশ বিরোধী প্রচারনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আসে। হাইকোর্টের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বাংলাদেশের হাইকোর্ট যথেষ্ট স্বাধীন। কোন এক ডাক্তরকে ট্রান্সফার করাতে সে হাইকোর্টে গিয়ে তার ট্রান্সফারকে স্থগিত করিয়েছে। এঁটা করতে ভারতের ১৫ বৎসর, পাকিস্থানের ৮ বৎসর, শ্রীলংকার ১০ বৎসর লেগেছে। সুতরাং বাংলাদেশের ও কিছু সময় লাগবে। র‍্যাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন র‍্যাব গঠনের পর আইন শৃঙ্খলার যথেষ্টে উন্নতি হয়েছে, জনসাধারনের সমর্থন পেয়েছ। সম্প্রতি খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযানে জনসমর্থন পেয়েছে প্রচুর। ভারতের আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা ছাড়া ভারত একক ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। প্রবাসীদের ইনভেষ্টম্যান্ট বা জমিজমা ক্রয়

সংক্রান্ত মামলাগুলো র‍্যাবের আওতায় আনা প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে দেশে ফিরে গিয়ে তিনি এ ব্যাপারে দেখবেন । তবে কারও সুনিদৃষ্ট প্রস্তাব থাকলে তার কাছে পাঠাতে পারেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মা-বাবা অষ্ট্রেলিয়ায় সফরের ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তেমন করনীয় নেই। এ ব্যাপারে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাথে কথা বলবেন বলে জানান।

মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শেষে বিএনপি অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীকে একটি সুভেনীর প্রদান করা হয়। জনাব ফারুক আজকের মত বিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে মাননীয় মন্ত্রীর মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে বিএনপি অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। আজকের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং চা-চক্রে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।